মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার -৫

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২, সিআর মামলায় ১ জন এবং গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ২ আসামি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের জরুরী বিভাগ থেকে এই নিউজের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম বুধবার দিবাগত রাতে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে জমি বিক্রিতে জালিয়াতি, দুই ভাই জেলে

প্রতারনা করে একই জমি দুই বার বিক্রি করার দায়ে গাংনীর ফতাইপুর গ্রামের দুই সহোদর আব্দুর রাজ্জাক ও জাকির হোসেনকে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন আদালত। আবার এ মামলার বাদি হচ্ছেন তাদেরই আপন ভাই।

জানা গেছে, ফতাইপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে জিয়ারুল ইসলাম বাদি হয়ে মেহেরপুর বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আমলী আদালতে ছয় জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলা সুত্রে জানা গেছে, জিয়ারুল ইসলামের ভাই আব্দুর রাজ্জাক ও জাকির হোসেন এবং আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী আনজুমানারা খাতুন কৃষি ব্যাংক গাংনী শাখা থেকে ২০১০ সালে ৫ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এর বিনিময়ে ফতাইপুর গ্রামের একটি জমি মটগেজ দেন তারা। পরবর্তীতে ২০১১ সালে তারা একই জমি ভোমরদহ গ্রামের আব্দুর রহমানের কাছে বিক্রি করে রেজিস্ট্রি সম্পাদন করে দেন। ২০১৩ সালে আব্দুর রহমান ওই জমি আব্দুর রশিদ নামের একজনের কাছে বিক্রি করেন। ২০২১ সালে আব্দুর রশিদ ওই জমি বিক্রি করেন আব্দর রহমানের কাছে। এর পরে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আব্দুর রহমান জমি বিক্রি করে দেন চৌগাছা গ্রামের রফিকুল ইসলামের কাছে। আব্দুর রাজ্জাক থেকে আব্দুর রহমান, আব্দুর রহমান থেকে আব্দুর রশিদ, আব্দুর রশিদ থেকে আবার আব্দুর রহমান এবং আব্দুর রহমান থেকে রফিকুল ইসলামের কাছে বিক্রির মধ্য দিয়ে দলিলের সংখ্যা দাঁড়ায় চারটি। অর্থাৎ এই চার বার বিক্রির পর তা গাংনী সাব রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল রেজিস্ট্রি হয়েছে। কৃষি ব্যাংকে যদি জমি প্রকৃতপক্ষে মটগেজ হয় তাহলে কিভাবে চারবার বিক্রি হলো? অনেকের মনে এই যৌক্তিক প্রশ্ন উদয় হলেও কৃষি ব্যাংক থেকে তার সদুত্তোর মেলেনি।

জানা গেছে, একই জমি চারবার কেনাবেচার সময়ের মধ্যেই কৃষি ব্যাংক থেকে নিলামে ক্রয় করেন আব্দুর রাজ্জাকের আপন ভাই জিয়ারুল ইসলাম।

জানা গেছে, আব্দুর রহমান জমি কেনার পর সেখানে একটি পাকা বাড়ি নির্মান করেন। রফিকুল ইসলামের কাছে বিক্রির পর তা বুঝিয়ে দেন আব্দুর রহমান। রফিকুল ইসলাম বাড়ি দখল নেন এবং খারিজ, খাজনা ও বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন করেন তার নামে। পৌরসভা থেকে হোল্ডিংও খোলা হয় রফিকুল ইসলামের নামে। এর পরে জিয়ারুল ইসলাম নিলালের মাধ্যমে জমির মালিক দাবি করে জোরপূর্বক দখলে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

অভিযোগ রয়েছে, কৃষি ব্যাংক থেকে তড়িঘড়ি করে গোপনে নিলাম করা হয়। কাগজপত্রের নিয়মাবলী গোপনে জোড়াতালি দিয়ে নিলাম সম্পন্ন করে মটগেজকারী আব্দুর রাজ্জাকের আপন ভাই জিয়ারুল ইসলামের কাছে বিক্রি করে কৃষি ব্যাংক। ফলে নিলাম কার্যক্রম হয়ে দাঁড়ায় প্রশ্নবিদ্ধ।

এদিকে রফিকুল ইসলাম ওই জমি ও বাড়ি মটগেজ দিয়ে রুপালী ব্যাংক গাংনী শাখা থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। কাগজপত্রের বৈধতা আইন অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করে জমির মালিকানা নিশ্চিত হয়ে ঋণ দেয় রুপালি

ব্যাংক। যা নিশ্চিত করেছেন রুপালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। তবে বিষয়টি নিয়ে বাধা সৃষ্টি শুরু করে জিয়ারুল ইসলাম।

এদিকে একই জমি রফিকুল ইসলাম ক্রয় করেন আব্দুর রহমানের কাছ থেকে আর জিয়ারুল ইসলাম কেনেন কৃষি ব্যাংকের নিলামে। ফলে দুই মালিকের মধ্যে চরম বিরোধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি গড়ায় আদালত পর্যন্ত।

জানা গেছে, জিয়ারুল ইসলাম বাদি হয়ে মেহেরপুর বিজ্ঞ আদালতে যে মামলাটি দায়ের করেন তাতে আসামি করা হয় ৮ জনকে। এরা হলেন- জিয়ারুল ইসলামের আপন ভাই আব্দুর রাজ্জাক ও জাকির হোসেন, আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী আনজুমানারা খাতুন, জমি ক্রেতা আব্দুর রহমান, আব্দুর রশিদ, রফিকুল ইসলাম, রুপালী ব্যাংক ম্যানেজার আমিরুল ইসলাম, এ্যাডভান্স অফিসার শাহাবুল ইসলাম। ওই মামলার আসামি হিসেবে বেশ কয়েকদিন হাজতবাসে ছিলেন রফিকুল ইসলাম। পরে আব্দুর রাজ্জাক ও জাকির হোসেন আদালতে জামিন নিতে গেলে বিজ্ঞ আদালত তাদের জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন। বর্তমানে তারা মেহেরপুর জেলা কারাগারে হাজতবাসে রয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, আপন দুই ভাইয়ের নামে মামলা দায়ের করলেও জামিনের জন্য জিয়ারুল ইসলাম নিজেই চেষ্ট করেন। কিন্তু বিজ্ঞ আদালত তাদেরকে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন।

এদিকে জমির এই বিরোধের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে গাংনীর বিভিন্ন মহলে মিমাংসার জন্য ঝুলে ছিল। কোথাও কোন সমাধান পাননি ভুক্তভোগীরা। কৃষি ব্যাংকের নিলাম আর অন্য সব দলিলগুলোর বিষয়ে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ঠরা বিষয়টি দ্রুত সুষ্ট সমাধান করবেন এ প্রত্যাশা ভুক্তভোগীদের।

মেহেরপুরে আদালতে মামলা মিথ্যা, বাদীকে জেলে প্রেরণ

মামলা মিথ্যা প্রমানিত হওয়ায় এবার বাদীকে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল আদালতের বিজ্ঞ বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ। এছাড়া বাদীর দায়ের করা মিথ্যা মামলাটি কার্যবিধির ২০৩

ধারার বিধান মোতাবেক খারিজ করেছেন তিনি।

আজ দুপুরের দিকে বিজ্ঞ বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ এই আদেশ দেন। যার মামলা নং সি, আর ৮০৬/২২।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলার বাদী ও বিবাদীগণ একে অপরের পূর্ব পরিচিত। মামলার বাদীর বোন ১নং সাক্ষী মোছাঃ মাবিয়া খাতুন এর সাথে জনৈক ইনাচতুল্লাহ ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক বিয়ে হয়। জনৈক ইনাচতুল্লাহ ও বিবাদী আঃ কুদ্দুস একে অপরের আপন ভাই এবং দুই বিবাদী প্রতিবেশী। বাদীর বোনের স্বামী ইনাচতুল্লাহ দীর্ঘ ১৫/১৬ বছর যাবৎ মালয়েশিয়াতে থাকে এবং কয়েক বছর পর পর দেশে আসে। বাদীর বোন ঘর সংসার করাকালে ইনাচতুল্লাহর পাঠানো টাকাতে বাদীর বোনের ছোট ছেলে লিটনকে তফসিল বর্ণিত মোটর সাইকেলটি ক্রয় করে দেয় যা বাদীর বোনের নামে সকল কিছু রেজিট্রেশন করা হয়। বাদীর বোন ইনাচতুল্লাহর ঘর সংসার করাকালে সে গাংনী থানাধীন হিন্দা গ্রামের জনৈক জামাল এর সাথে অবৈধ প্রেম ভালবাসা করে ইনাচতুল্লাহকে তালাক না দিয়ে টাকা পয়সা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বাদীর বোন মাবিয়া খাতুন ইনাচতুল্লাহকে তালাক প্রদান করে। যার প্রেক্ষিতে মামলার ২নং বিবাদী আঃ কুদ্দুস ইনাচতুল্লাহ এর ভাই হয়ে বিজ্ঞ আদালতে অত্র মামলার বাদীর বোনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং ১নং ও ৩নং বিবাদী উক্ত মামলায় সাক্ষী হন। উক্ত মামলার জের ধরে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। যেহেতু মামলার বাদীর বোন ইনাচতুল্লাহ ঘর সংসার করাকালে তার নামে তফসিল বর্ণিত মোটরসাইকেলটি ক্রয় করা হয়ে।

সেহেতু উক্ত মোটরসাইকেলটি পাওয়ার জন্য মামলার বাদী অত্র মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। প্রকৃতপক্ষে বাদীর নালিশী দরখাস্তে বর্ণিত কোন ঘটনা, ঘটনার তারিখের আগে বা পরে ঘটেনি। অর্থাৎ নালিশকারী মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে মর্মে তদন্তে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা নালিশকারী ও তার মানিত সাক্ষীদেরকে সঠিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি বা ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করে আসামিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটি মনগড়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন মর্মে দাবী করলেও নথি দৃষ্টে দেখা যায় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুযায়ী সাক্ষীদের জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে।

নালিশকারী ও সাক্ষীদের প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিল প্রতিবেদন এবং নথি পর্যালোচনায় মিথ্যা মামলাটি দায়ের

করিয়েছেন মর্মে আদালতের পর্যালোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। এমতাবস্থায় মিথ্যা মামলা দায়েরের দায়ে নালিশকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন আদালত।

মেহেরপুরে মোবাইল কোর্ট, নিজেরা সরিয়ে নিলো যত্রতত্র রাখা বাস

মেহেরপুর শহরের যানজট কমাতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শহরের হোটেল বাজার মোড় থেকে কলেজ মোড় এবং সার্কিট হাউজ সড়কে পার্কিং করা সব গাড়ি মেহেরপুর বাস টার্মিনাল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বানী সোহেল ও দেবাংশু বিশ্বাসের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ ও বিআরটিএ এর সহযোগিতায় শহরে অভিযান চালান। এই অভিযানের সময়ে মালিকপক্ষ নিজেরা বাসগুলো টার্মিনালে সরিয়ে নেন।

এর আগে গত ২২ জুন, জেলাপ্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে আঞ্চলিক সড়ক পরিবহণ কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় শহরের যানজট নিরসন, দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, শিশু পার্কে আগত শিশুদের নিরাপত্তা এবং জেলা প্রাণিসম্পদ ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিসে আগত সেবা প্রত্যাশীদের দুর্ভোগ লাঘবে হোটেল বাজার মোড় থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত গাড়ি পার্কিং না করার সিদ্ধান্ত হয়।

সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সরকারি কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বানী সোহেল ও দেবাংশু বিশ্বাসের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ ও বিআরটিএ এর সহযোগিতায় শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেছেন, দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও যানজট নিরসনে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে পরিবহণ মালিক ও শ্রমিকরা সহযোগিতা করেছেন। এখন থেকে জেলাপ্রশাসন থেকে নিয়মিত মনিটরিং করা হবে এবং ট্রাফিক বিভাগ সবসময় সক্রিয় থাকবে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর শহরকে যানজট ও পরিবহণ খাতে সুষ্ঠুু পরিবেশ তৈরিতে ২০১০ সালের ১৫ জুন মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে শহরের উপকণ্ঠে ৮ দশমিক ৪০ একর জমির ওপর মেহেরপুর পৌরসভা টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়।

ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত পৌর মেয়র রিটন

নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষের ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হলেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

আবেগ আপ্লত মেয়র মাহফুজুর রহমান বললেন পৌরবাসির ভালবাসা ও সহযোগীতা ছিল বলে আজ আমি সম্মানিত হয়েছি। এজন্য পৌরবাসির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যে আশা আকাংখা নিয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছেন আমি আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটিয়ে পৌরসভাকে সাজিয়ে তুলবো। আমার আজকের সব অর্জন পৌরবাসিকে উৎসর্গ করলাম। আগামী দিন সুখে দুখে পৌরবাসির পাশে থেকে তাদের ভালবাসার ঋণ শোধ করবো”।

মেয়র এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ম্যাবস) এর সাংগাঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় খুশি—আনন্দিত ও উচ্ছ্বাসিত পুরো মেহেরপুরবাসী। তাইতো নাগরিক সংবর্ধনায় দলে দলে লোক এসেছেন, আর প্রিয় নেতা মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন সবাই।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর পৌর টাউন হলে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে দেওয়া হয় এই নাগরিক সংবর্ধণা। মেহেরপুর পৌর সভার নাগরিকবৃন্দ এই বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন করেন।

আয়োজনস্থলে মেয়র পৌছানোর আগেই জমায়েত হয় অগনিত নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ ও বিপুল পরিমান নারী। আয়োজনস্থলে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন পৌছালে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন সমাগত মানুষেরা। ফুল দিয়ে বরণ করেন নেন প্রিয় মেয়রকে।

মেহেরপুর পৌর সভার টিএলসির সভাপতি প্রফেসর নুরুল আহম্মেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংবর্ধিত মেয়র মো: মাহফুজুর রহমান রিটন।

এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ও সাবেক মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ও মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের আরেক সহসভাপতি মো: আব্দুল মান্নান, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক ও ঢাবি সাবেক ছাত্র নেতা এমএএস ইমন, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান।

যুবলীগ নেতা নিসান সাবেরের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পৌর সভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর পৌর সভার ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আল মামুন, সাবেক ছাত্র নেতা মফিজুর রহমান, জেলা যুবলীগের সদস্য সাজিদুর রহমান সাজু প্রমুখ।

এসময় পৌরসভার কাউন্সিলর মীর জাহাঙ্গীর আলম, বাপ্পী, আব্দুর রহিম, মোস্তাকিম হোসেন, রাজীব আহম্মেদ, সোহেল রানা ডলারসহ সংরক্ষিত নারী সদস্যা, পৌর কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ, সমর্থক, নেতাকর্মী ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবধির্ত মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে পৌর কর্মকর্তা কর্মচারী এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ক্রেষ্ট ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন। এছাড়া অরণী থিয়েটারের পক্ষ থেকে তাকে উত্তোরিও পরিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর মেহেরপুর পরিবেশক সমিতি, নারী কাউন্সিলরদের পক্ষ থেকে, অটো চালক সমিতি, ফুল ব্যবসায়ী সমিতি, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, পৌরসভা চালক সমিতি, ৬ নং ওয়ার্ড

আওয়ামীলীগ,বিভিন্ন ওয়ার্ডের নারীদের পক্ষ, মেহেরপুর তহ বাজার কমিটি, মেহেরপুর জেলা ছাত্র লীগ, সদর থানা ছাত্রলীগ, জেলা যুবলীগ, বিভিন্ন ওয়ার্ড যুবলীগ, গাংনী থানা যুবলীগ, বিভিন্ন ইউনিয়ন যুবলীগ, বাস শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের পৌর নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে দ্বিতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হন যুবলীগ নেতা মাহফুজুর রহমান রিটন। এর আগেও ২০১৮ সালের নির্বাচনেও বিপুল ভোটে মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে বাগোয়ান ইউনিয়ন চাম্পিয়ন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট -২০২৩ বালক(অনূর্ধ্ব -১৭) এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ বুধবার বিকেলে দারিয়াপুর ফুটবল মাঠে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস। দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক আবুল হোসেন ও শামীম শিশিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, উপজেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা,সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি)মেহেদী রাসেল,উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দীন, উপজেলা একাডেমীক সুপার ভাইজার হাসনাইন কবির, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিযাপুর ইউপি চেয়ারম্যান এএসএম মাহাবুব আলম রবি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আম্পায়ারের দ্বায়িত্ব পালন করেন মাহাবুবুল ইসলাম, লাল্টু ও আব্দুল কুদ্দুছ।

ফাইনাল খেলায় নির্ধারিত টাইমে ১/১ গোলে ড্র হলে ট্রাইবেকার অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাইবেকারে বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশ ৪-২ গোলে মোনাখালী ইউনিয়নকে পরাজিত করে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলায় ম্যান অফ দা ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছেন বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশের রাব্বি। সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হয়েছেন মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশের তামিম ।

মুজিবনগরে কৃষি প্রণোদনার আওতায় কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে কৃষি প্রণোদনার আওতায় খরিপ-২/২০২৩-২০২৪ মৌসুমে রোপা আমন ধান ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গনে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সার ও বীজ বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মমিন, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান সহ কৃষি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

জরিপ-২/২০২৩-২০২৪ মৌসুমে উপজেলার ১ হাজার ২শত জন কৃষকের মাঝে ১০ কেজি করে ডিএপি ১০ কেজি এমওপি এবং ৫ কেজি রোপা আমন বীজ বিতরণ করা হবে।

এবং গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলার ১শত ৮০ জন কৃষকের মাঝে -১কেজি পেয়াজ বীজ ২০ কেজি ডিএপি সার ২০ কেজি

এমওপি সার, ১৫০ বর্গমিটার- পলিথিন এবং ১০০ মিলি,: বালাইনাশক বিতরণ করা হবে।

মেহেরপুরে গ্যাস সিলিন্ডারের ডিলারকে জরিমানা

গ্যাস বিক্রির ভাউচার না দেওয়া ও গ্যাসের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।
এসময় তাকে সহযোগিতা করেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: তারিকুল ইসলাম।

আজ (৫ জুলাই) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সদর উপজেলার কেশবপাড়া ও বড় বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, গ্যাস বিক্রির ভাউচার না দেওয়া ও গ্যাসের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৪৫ ধারায় কেশবপাড়ার মেসার্স আগরওয়ালা এন্টারপ্রাইজ নামক গ্যাসের ডিলার প্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

অভিযানে কাঁচাবাজার, গ্যাস সিলিন্ডার, মুদিখানাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

এছাড়া বড় বাজারে মরিচসহ বিভিন্ন সবজি, মাছের বাজার ও মুদিদোকানে অভিযানে সবাইকে পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও যথাযথভাবে মুল্যতালিকা প্রদর্শন এবং ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযান, ১০ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১০ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার হয়। এছাড়া গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ২ আসামি রয়েছে।
মঙ্গলবার দিবাগত রাতভর আজ বুধবার (৫ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

আজ বুধবার (৫ জুলাই) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমান আদালতে মাদক সেবকের জেল

মেহেরপুরে হেরোইন সেবনের অভিযোগ মোঃ রুবেল হোসেন (২৫) নামের এক মাদক সেবীকে ১৪ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শ অর্থদণ্ড দেওয়া

হয়েছে।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহান আজ বুধবার (৫ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর শহরের পেয়াদা পাড়ায় এ মোবাইল কোর্ট বসিয়ে এদন্ড দেন তিনি।

দন্ডিত মোঃ রুবেল হোসেন মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

মোবাইল কোর্ট সূত্র জাননা, মোঃ রুবেল হেরোইন সেবনের কথা স্বীকার করায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ২০১৮ এর ৩৬ (৫)ধারায় ১৪ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

এর আগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবন করার সময় রুবেল হোসেনকে আটক করা হয়।
এসময় মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক আবুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।